لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৮শ বর্ষ ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬২ সন ১৩শ সংখ্যা

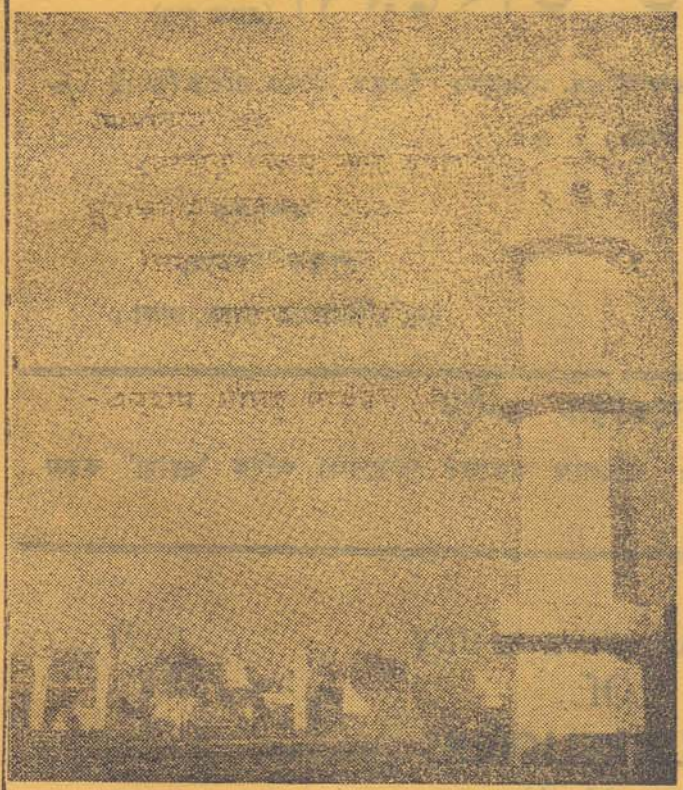

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আকসা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
১। কোরআন করীম অনুবাদ		..	১
২। চল্লিশ হাদিস	..	..	৩
৩। বিশ্বাসে স্থিরতা	..	..	৭
৪। ইহুদীয়ত	..	..	১১
৫। নফল রোযা ও দোয়া	..	..	২৪

সুসংবাদ !! **হায়াতে তাইয়েবা** সুসংবাদ !!
(প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের বিস্তৃত জীবন চরিত ডিমাই ১/৮ আকারে চারি শত পৃষ্ঠায়। মূল্য ৭৲ টাকা।

সম্পাদক
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

তহরিক জদীদ

নূতন বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে সকলেই পূর্বাপেক্ষা অধিক 'ওয়াদা' করুন এবং বকেয়া থাকিলে আদায় করুন।

For
COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় ঃ ১৬শ বর্ষ ঃঃ ১৫ই নভেম্বর ঃ ১৯৬২ সন ঃঃ ১৪শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

সুরাহ্‌ বকরাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(একাদশ রুকু, দশ আয়াত, ৮৮-৯৭)

৮৮। এবং নিশ্চয়ই আমরা মুসাকে (তওরাৎ) কিতাব দান করিয়াছিলাম এবং তাহার পরেও তাহার অনু গমনকারী পয়গামম্বরগণ পাঠাইয়াছি এবং মরিয়মের পুত্র ঈছাকে অকাট্য প্রমাণ সমূহ দান করিয়াছি এবং তাহাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছি। পরন্তু যখনই তোমাদের নিকট কোন নবী তোমাদের অভিপ্রায়ের বিপরীত বাণী সহ আগমন করিয়াছে, তখনই তোমরা অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছ। ফলে এক দলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছ এবং এক দলকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছ।

৮৯। এবং তাহারা বলে, "আমাদের হৃদয় গুলি আবৃত" (সুতরাং, উহাতে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না)। (তাহা নহে) বরং (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করার ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। অতএব, অতি অল্প লোকেই ঈমান আনয়ন করিবে।

৯০। এবং যখন আল্লার নিকট হইতে তাহাদের সমীপে মহাগ্রন্থ (কুরআন) তাহাদের নিকট যাহা আছে, তাহার সত্যতার সাক্ষী রূপে আগমন করিল এবং ইতিপূর্বে তাহারা (আরবের) কাফিরগণের বিরুদ্ধে বিজয়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল—অতঃপর যখন (সেই) পরিচিত কিতাব তাহাদের নিকট সমাগত হইল—তাহারা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। অতএব, কাফির গণের উপর আল্লার অভিসম্পাত।

৯১। কতই না মন্দ যাহার বিনিময়ে তাহারা আত্ম-বিক্রয় করিল: এই বিদ্বেষে যে আল্লাহ্ তাঁহার বন্দাগণের মধ্য হইতে যাহার প্রতি ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহ নাযিল করিবেন। এই বিদ্বেষে তাহারা আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অতএব, তাহাদের জন্য গজবের উপর গজব পুঞ্জীভূত হইয়াছে এবং (এই প্রকার) কাফিরগণের জন্য অবমাননাকর শাস্তি রহিয়াছে।

৯২। এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয়, "আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার প্রতি ঈমান আনয়ন কর", তাহারা বলে: "আমাদের উপর যাহা নাযিল হইয়াছে (শুধু) তাহার উপর ইমান আনয়ন করিব।" এবং ইহা ছাড়া আর সমস্তকেই তাহারা অস্বীকার করিয়া থাকে, যদিও উহা নিশ্চিত সত্য—তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার সত্যতার সমর্থক। বল (হে মোহাম্মদ) "যদি তোমরা মুমিন হইতে তবে, কেন ইতিপূর্বে সমাগত নবীগণকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলে?"

৯৩। এবং সুনিশ্চয়ই মূছা প্রকাশ্য প্রমাণরাজি সহ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছিল। অতঃপর, তাহার (তূর পর্বতে) চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা গোবৎসকে উপাস্য করিয়া নিয়াছিলে এবং তোমরা মহা পাপী হইয়াছিলে।

৯৪। এবং যখন তোমাদের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের অবস্থান স্থলের উপরি ভাগে রাখিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'আমরা যাহা দান করিয়াছি, তাহা দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তাহারা বলিলঃ 'শুনিলাম এবং অমান্য করিলাম' এবং তাহাদের অবিশ্বাসের ফলে গো-বৎসর (পূজার আসক্তি) তাহাদের

হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। তুমি বল ঃ (হে মুহাম্মদ এই রকম) "যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক, তবে তোমাদের ঈমান তোমাদিগকে যাহা আদেশ করিতেছে, তাহা কতই না জঘন্য!"

৯৫। বল ঃ "যদি অন্য মানুষ ব্যতিরেকে শুধু তোমাদের জন্যই পরকালের নিয়ামত আল্লার নিকট (মনোনীত হইয়া) থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর—যদি তোমরা (এই দাবীতে) সত্যবাদী হও।"

৯৬। এবং পূর্ব হইতে তাহারা স্বহস্তে যাহা সঞ্চয় করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা জীবনে কখনও উহা (মৃত্যু) কামনা করিবে না এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদের (কার্য কলাপ) সম্যক অবগত আছেন।

৯৭। তুমি তাহাদিগকে (পার্থিব) জীবনের জন্য সকল মানুষ হইতে অধিকতম আকাঙ্খী পাইবে এবং যাহারা অংশীবাদী তাহাদের চেয়েও। তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যদি তাহাকে সহস্র বৎসর আয়ু দান করা হইত! অথচ তাহাকে দীর্ঘায়ু দান করা হইলেও উহা তাহাকে (ইহ-পরকালের) শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। এবং আল্লাহ্ তাহাদের কার্য-কলাপ সম্যক দেখিতেছেন।

●

চল্লিশ হাদিস

হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ আহ্সান সাহেব আমরোহী
(রাযি আল্লাহু আন্হু)

প্রথম হাদীস

প্রতিশ্রুত মসিহর অবয়ব পরিচিতি

عن ابن عمر ان رسول الله صلعم
قال بينا انا نائم اطوف بالكعبة فاذا
رجل ادم سبط الشعر تنطف او تهراق
راسه ماء قلت من هذا قالوا ابن
مريم - رواه البخاري -

[আন্ ইব্নে উমারা আন্না রাসুলাল্লাহে

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম কালা বায়না আনা নায়েমু আতাউফু বিল্ কা'বাতে, ফাযা রাজুলুন্ আদামা সাব্তুশ্ শারে তান্তেফু আও তুহরাকু রাস্সুহু মা-আ, কুল্তু মান্ হাযা, কালু-ব্নু মার্য়্যামা—রাওহুল্ বুখারিয়ূ।]

অনুবাদ :—

হযরত ইব্নে উমর হইতে বর্ণিত। নিশ্চয় রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিয়াছেন, "নিদ্রারস্থায় আমি কা'বা শরীফ 'তাওয়াফ' (প্রদক্ষিণ) করিতেছিলাম। অতঃপর, (দেখিলাম) হঠাৎ এক ব্যক্তি গোধূম বর্ণ, সোজা কেশ বিশিষ্ট। তাহার চুল এমন উজ্জ্বল ছিল, যেন মাথা হইতে জল বিন্দু ঝরঝর নিপতিত হইতেছিল। আমি বলিলাম, 'ইনি কে?' উর্ধ লোকবাসিগণ বলিলেন যে, ইনি ইব্নে-মরয়্যম।" এই হাদিস বুখারীর নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

তশ্রীহ :

বুখারীতে বিভিন্ন দুইটি আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। একটি আকৃতি তো তাহাই, যাহা উপরে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় আকৃতি বলা হইয়াছে।

فاما عيسى احمر جعد عريض الصدر

["ফা-আম্মা ঈসা আহ্মারু জা'দুন্ আরীযুস্ সাদ্রে।"]

অর্থ :—কিন্তু ঈসা তো রক্তবর্ণ, কুকড়ান চুল ও প্রশাস্ত বক্ষ বিশিষ্ট।" সুতরাং, এই আকৃতি বৈষম্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঈসা ইব্নে মরয়্যম দুই জন। এক জন হইলেন বনি ইস্রায়ীলীয় মসিহ্। অন্য জন হইতেছেন মুহাম্মদীয় উম্মত হইতে মসিহ্ উপাধী প্রাপ্ত এক জন মুজাদ্দিদ, যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم فامكم

["কাইফা আন্তুম ইযা নাযালাব্নু-মারায়্যামু ফি-কুম ফা-আম্মাকুম"।]

অর্থ :—"তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হইবে, যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম পুত্র অবতীর্ণ হইবেন ও তোমাদের ইমাম হইবেন।" আরো বলা হইয়াছে :—

امامكم منكم

["ইমামুকুম্ মিন্কুম।"]

অর্থ :—"তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম।"

হাদীসের কেতাবগুলি, বিশেষতঃ বুখারী ও মুসলিম গভীরভাবে দেখিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, মুহাম্মদীয় মসিহ্‌র আকৃতি প্রথমোক্ত হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইস্রায়িলীয় মসিহ্‌র আকৃতি শেষোক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, প্রথমোক্ত আকৃতি বিশিষ্ট প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র সঙ্গে দাজ্জালের বিষয় অপরিহার্যক্রমে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইস্রায়িলীয় মসহ্‌র সঙ্গে

দাজ্জালের কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং, স্পষ্ট প্রভেদ। 'আল্-হমেদু-লিল্লাহ্', হযরত আক্দসের ইহাই আকৃতি।

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম মাহ্দীর অবয়ব পরিচিতি

عن ابى سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى المهدى منى اجلى الجبهة اقنى الانف يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا يملك سبع سنين - رواه ابو داؤد كذا فى المشكوة فى باب اشراط الساعة و رواه الحاكم ايضا -

["আন্ আবি সায়িদিন্ রাযি আল্লাহু আন্হু কালা, কালা রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামু আল্ মাহ্দীয়ু মিন্নি আজ্-লাল্ জাব্হাতে আকনাল্ আনুফে ইম্লাউল্ আর্যা কেস্তান্ ও আদ্লানা্ কামা মুলিয়াৎ যুল্মান্ ও জাওরান্, ইয়াম্লেকু সাব্য়া সেনীনা।—রাওয়াহু আবু দাউদা, কাযা ফিল্ মিশ্কাতে ফি-বাবে আশ্রাতিস্-সাআতে ও রাওয়াহু হাকেমু আইযান্।"]

অনুবাদ :—

হযরত আবু সায়ীদ (রাযি আল্লাহু আন্হু) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন : "প্রতিশ্রুত মাহ্দী আমারই হইতে, উজ্জ্বল ললাট ও উচ্চ নাসিকা বিশিষ্ট। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারে পরিপূর্ণ করিবেন, যেমন উহা অনাচার অত্যাচারে ভর্তি হইয়াছিল। সাত বৎসর পর্যন্ত তাঁহার অধিকার আধিপত্য থাকিবে—অর্থাৎ তাঁহার যুক্তি।" এই হাদিস আবু দাউদের রোওয়ায়েত। সেইরূপ মিশ্কাত শরীফে কিয়ামতের আলামত সমূহ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদিস হাকেমও বর্ণনা করিয়াছেন।

তশরীহ্ :—

ইস্লামী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে সমাগত এই মাহ্দী,

لا مهدى الا عيسى

["লা মাহ্দী ইল্লা ঈসা]

অর্থাৎ, "ঈসা ব্যতীত মাহ্দী নাই" হাদীসের সত্যতা প্রকাশক। এ জন্য মাহ্দীর যে অবয়ব এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে।

ইহা একান্তই প্রকাশ্য বিষয়। এখন ক্রুশ-ভক্ত ত্রিত্ববাদ ধর্ম বিশ্বের কোণে কোণে বিস্তার লাভ করিয়াছে। শেরেকের চেয়ে বড় জুলুম, বড় অনাচার আর নাই। খোদা-তা'লা বলেন, "ইন্নাশ্ শেরকা লা-জুল্মুন্ আযীম।"

(৩১ : ১৪)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় শেরেক সর্বাপেক্ষা বড় অনাচার" সুতরাং, সাত বৎসর পর্যন্ত ইসলাম ও তৌহী-

দের পূর্ণ মাত্রা প্রধান্য থাকার সুনিশ্চিত আশা আছে। কারণ, 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রভৃতিতে ইস্‌লামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের বহু এলহাম বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং, এই প্রকার পূর্ণ মাত্রায় প্রধান্য সাত বৎসর পর্যন্ত থাকিবে। কারণ, উপরোক্ত হাদীসের অধিকাংশ বিষয়ই খাটিয়াছে বলিয়া উহার বাকী এক অংশও যে ঘাটিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা ইস্‌লামের বিজয়ের যুগ—যুক্তির দ্বারা, তরবারী দ্বারা নহে। [কোন কোন হাদিসে এই যুগ 'সাত বৎসর কোন কোন হাদিসে 'নয় বৎসর' এবং কোন কোন হাদিসে ৪০ বৎসর বর্ণিত হইয়াছে। আরবী ভাষার বাক্ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার অনুযায়ী 'সাত, 'নয়, 'চল্লিশ', পূর্ণ সংখ্যা ও সম্যক গুণ বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। অর্থাৎ, মাহ্‌দীর সম্পূর্ণ যুগটিই পূর্ণ মাত্রায় যুক্তির প্রাবল্যের দ্বারা ইস্‌লামের ও তৌহীদের প্রাধান্য লাভ ও বিজয়ের যুগ। — সঃ আঃ]

তৃতীয় হাদীস

খৃষ্টান শক্তির প্রাবল্য

تقوم الساعة و الروم اكثر الناس -

رواه احمد و ابو داؤد -

["তাকুমুস্ সাআ'তু ওয়ার্-রূমু আক্‌সারুন্-নাসে।—রাওয়াহু আহ্‌মাদু ও আবুদাউদ।"

অনুবাদ :—

"কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হইবে যে, খৃষ্টানগণের সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক্য হইবে।" ইহা আহ্‌মদ বিন্ হাম্বল ও আবু দাউদ রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

তশ্‌রীহ্ :—

'জামাউল্-গায়া ফিল-বেদাউন্' নেছয়া নামক কেতাবে লিখিত আছে :

"و از آن جمله كثرت حكومت نصارى است - مسلم از مستور و روائيت كرده كه فرمود رسول خدا صلعم برپا شود قيامت و باشند روم بيشتر از همه كسى مراد بروم درينجا نصرانيانند كه قريب زمانه قيامت بسيار شوند و حاكم اكثر روئے زمين گردند - و مصداق اينخبر از مدت يكسال بلا زياده در عالم موجود مشهور است در رساله حشريه نوشته چون جمله علامات حاصل شود قوم نصارا غلبه كنند و بر ملكهائے بسيار متصرف شوند انتهى -

অর্থাৎ, এই হাদিস কিয়ামতের পূর্বে

খৃষ্টানদের সংখ্যাধিক্য ও বিশ্ব-ব্যাপী তাহাদের রাষ্ট্র প্রধান্য হওয়া নির্দেশ করে।

আল্-হাম্‌দু-লিল্লাহ্, ঠিক সময়ে মসিহ্ মাওউদকে পাঠান হইয়াছে। এক দিনও এদিক সে দিক হয় নাই এবং তাহা কিরূপে হইতে পারিত? কারণ, সহীহ্ হাদিসে লিখিত আছে, পৃথিবীতে এক দিন অবশিষ্ট থাকিলেও উহাকে দীর্ঘ করিয়া দিয়া আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন। [সাআ অর্থ 'ধ্বংস লীলা' ও 'ধর্মের জয়' দুইই হয়। খোদা-তা'লা কোরআন শরীফে বলেন, কেন রসুল না পাঠাইয়া তিনি বিশ্ব-ময় আযাব পাঠান না। (১৭ : ১৬) সেই রসুল আসিয়াছেন। এবং তিনি বর্তমান ইসলামী চতুর্দশ শতাব্দীর পর্বোল্লিত মুজাদ্দেদ 'ইমাম মাহ্‌দী নবী-উল্লাহ্ মসিহ্' হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ ব্যতীত অন্য কেহই নহেন। তৌহীদের বংশী-ধ্বনি হইয়াছে। ধর্মের যুক্তির উচ্চ নিনাদ চতুর্দিকে হইয়াছে ও হইতেছে। ইস্‌লামের জয় ও বিশ্ব-ময় ধ্বংস অবশ্য-ম্ভাবী। কারণ, "পৃথিবীবাসী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাঁহার সত্যতা মহা-শক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবেন—[সঃ আঃ]

বিশ্বাসে স্থিরতা

মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্

[হযরত মসিহ্ মাউদ আলাইহেস্ সালামের লিখার একটি ইংরাজী অনুবাদের আলোকে লিখিত]

সত্যান্বেষিগণ, তোমাদের কর্ণ মুক্ত কর এবং আমি যে কথাগুলি বলিতেছি, তাহা ভালভাবে শ্রবণ কর। বিশ্বাসে স্থিরতার সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কোনও সম্পদ নাই। এই স্থিরতাই পাপের জিঞ্জিরকে ছিন্ন করে। এই স্থিরতাই তোমাকে পূণ্য কর্ম করিবার শক্তি দেয়। এই স্থিরতা এবং শুধু স্থিরতাতেই মানুষকে সত্য এবং অকপট খোদাভক্ত করিয়া দেয়। তুমি কি স্থির প্রত্যয় ব্যতিরেকে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পার? বিশ্বাসে স্থিরতার প্রকটন দর্শন না করিয়াই তুমি কি তোমার দৈহিক রিপুকে জয় করিবার

শক্তি রাখ? তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, স্থিরতার আলোক ব্যতিরেকেই তোমাদের জীবন বিশুদ্ধতায় রূপান্তরিত হইবে? স্থিরতা ব্যতিরেকে তোমার জীবনে প্রকৃত সুখ লাভ করা কি তোমার পক্ষে সম্ভব? আকাশের নীচে কি কোন মুক্তি ও প্রায়শ্চিত্ত আছে, যাহা তোমাকে পাপ মুক্ত করিতে পারে? মরিয়ম পুত্রের কি কোন শক্তি আছে যে, তিনি তোমাকে তাঁহার তথা কথিত রক্তের বিনিময়ে পাপের বোঝা হইতে মুক্ত করিবেন? মিথ্যা বলিও না।***কারণ যিশু-খ্রীষ্ট স্বয়ং নিজেরেই পরিত্রাণের জন্য স্থিরতার অভাব অনুভব করিয়া ছিলেন। তাঁহাকে ইহা দান করা হইয়াছিল। কাজেই তিনি রক্ষা পাইয়া ছিলেন। খৃষ্টানদের জন্য বড়ই দুঃখ হয়, যদিও তাহারা আপাদমস্তক পাপে নিমজ্জিত, তথাপি তাহারা পৃথিবীকে এই বলিয়া ধোকা দিতেছে যে, তাহারা যিশু-খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা পাপ হইতে পরিষ্কৃত হইয়াছে। কে তাহাদের খোদা, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা মদ-মত্ত। কিন্তু পবিত্র মত্ততা যাহা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ, হয় ইহা তাহাদের নিকট অপরিচিত। তাহারা তাহাদের প্রভুর সেবায় জীবন চালনা করে না এবং কাজেই তাহারা জীবন পবিত্র কারক আধ্যাত্মিক খোদানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখ যে, স্থিরতার আলোক ব্যতিরেকে তুমি তোমার অন্ধকারময় জীবন হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না এবং পবিত্র তেজ তোমার উপর অবতীর্ণ হইতেও পারে না। তাহারাই সুখী, যাহারা স্থিরতার ধনে ধনী হইয়াছে। কারণ তাহারাই খোদাকে দেখিতে পাইবে। তাহারাই সুখী, যাহারা সন্দেহ মুক্ত হইয়াছে। কারণ তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করা হইবে। যখন স্থিরতা ধন তোমাকে দান করা হইবে, তখন তুমিই ধন্য। কারণ তুমি পাপ করা হইতে নিরস্ত হইবে। স্থিরতা যে স্থানে প্রবেশ করে, তথা হইতে পাপ লোপ পায়। যে গর্তের মধ্যে তুমি বিষধর সর্প দেখ, সেই গর্তের মধ্যে তুমি কি তোমার হাত ঢুকাইয়া দিতে পার? যে স্থানে আগ্নেয়-গিরি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছে, বা যে স্থানে বজ্র পতিত হইতেছে; বা যে স্থানে ভয়ঙ্কর সিংহ সদা গমনাগমন করে, অথবা যে স্থানে ধ্বংশকারী প্লেগ বিরাজ করিতেছে—তথায় তুমি কি দণ্ডায়মান অবস্থায় অবস্থান করিতে পার? আগ্নেয় পর্বত সম্বন্ধীয় বস্তু ও একটি প্লেগ যেরূপ ধ্বংশকারী ক্ষমতা রাখে, সেই রূপ পাপেরও ধ্বংশকারী স্বভাব সম্বন্ধে যদি তোমার জ্ঞান স্থির থাকে, তাহা হইলে খোদার আদেশের অবাধ্য ও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গমন, অথবা তাঁহার সহিত ভালবাসা ও সরলতার সম্পর্ক ছিন্ন করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

ওহে, যাহারা পুণ্য এবং ধার্মিকতার প্রতি আমন্ত্রিত হইয়াছ, ইহা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ, যে পর্যন্ত তোমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসের স্থিরতা প্রবাহিত না হয়, সে পর্যন্ত স্বর্গীয় আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে উৎপাদিত হইতে পারে না

এবং তোমাদের মুখ মণ্ডল হইতে অপবিত্র পাপের লজ্জাও মুছিয়া যাইতে পারে না। যদি তুমি বিবেচনা কর যে, তোমার প্রাণহীন গতানুগতিক বিশ্বাস তোমাকে স্থিরতা দান করিবে, তাহা হইলে ইহা প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে! যদি তোমার বিশ্বাসে বাঞ্ছিত স্থিরতা থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহার ফল হইতে বঞ্চিত হইতে না। তুমি পাপ হইতে দূরে থাকিতে পার না। তুমি মন্দ হইতে দূরে পলায়ন করিতে পার না। যেরূপ অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, সেইরূপ তুমি অগ্রসর হইতে পার না এবং খোদাকে যেরূপ ভয় করা উচিত ছিল, সেইরূপ ভয়ও করিতে পার না। সুতরাং তোমার স্থিরতা কোথায়? যে গর্তের মধ্যে বিষধর সর্প আছে বলিয়া তুমি নিশ্চিতভাবে অবগত আছ, সেই গর্তের মধ্যে তুমি কি তোমার হাত কখনও ঢুকাইতে পার? যে খাদ্যকে বিষাক্ত করা হইয়াছে বলিয়া তুমি নিশ্চিতভাবে জান, সেই খাদ্য হইতে তুমি কি এক টুকরা গ্রহণ করিতে পার? অথবা যে জঙ্গলে মনুষ্য খাদক বাস করে বলিয়া তুমি নিশ্চিতভাবে অবগত আছ, তার মধ্যে তুমি কি অসাবধান ও অরক্ষিত অবস্থায় গমন করিতে পার? খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপন এবং ভাল ও মন্দের পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়ে যদিও তোমার তথা-কথিত বিশ্বাসের স্থিরতা আছে বলিয়া প্রকাশ কর, তথাপি কেমন করিয়া তোমার হাত, তোমার পা, তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ পাপ কাজ সম্পাদনার্থে সাহসী হইতেছে? পাপ বিশ্বাসের স্থিরতাকে জয় করিতে পারে না। যখন তুমি স্বচক্ষে দেখিতেছ, তখন কেমন করিয়া তুমি নিজেকে জ্বলন্ত সর্বনাশক অগ্নির মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিতে পার? বিশ্বাসের স্থিরতার দুর্গ স্বর্গের দিকে উত্থিত হয় এবং শয়তান উর্ধগতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। যদি কেহ নিজেকে পরিষ্কৃত করিয়াছে, তবে সে স্থিরতার মাধ্যমেই এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বাসে স্থিরতা কষ্ট সহ্য করিবার এরূপ শক্তি দেয় যে, ইহা সম্রাটকে রাজ দণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া দরবেশের পরিচ্ছেদ পরাইয়া দেয়। বিশ্বাসে স্থিরতা পথকে সরল ও পরিশ্রমকে হাল্কা করিয়া দেয়। বিশ্বাসে স্থিরতা খোদা দর্শন করিতে মানুষকে সক্ষম করে। প্রতিটী প্রায়শ্চিত্ব মিথ্যা এবং প্রতিটী মুক্তি বৃথা। কারণ ধার্মিকতা অর্জন করিতে হইলে বিশ্বাসে স্থিরতা ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। এই স্থিরতাই মানুষকে পাপের বোঝা হইতে মুক্তি দে, তাহাকে খোদা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। এমন কি, সে অধ্যবসায় ও সরলতায় ফেরেশ্‌তাহ্‌কেও অতিক্রম করে। যে ধর্ম বিশ্বাসে স্থিরতা আনয়ন করিবার কোনও সংস্থান নাই, সে ধর্ম মিথ্যা। যে ধর্ম জীবন্ত খোদার অবয়ব স্থিরতার সহিত দেখাইয়া দিতে পারে না, সে ধর্ম মিথ্যা। যে ধর্মে ভবিষ্যতের বেকার চমৎকার গল্প ভিন্ন আর কিছুই নাই, সে ধর্ম মিথ্যা।

অনাদি এবং অপরিবর্তনীয় খোদা পূর্ব কালে যেরূপ ছিলেন, এখনও ঠিক তদ্রূপই আছেন এবং তাঁহার আ

এখনও তদ্রূপই আছে এবং পূর্ব কালে তাঁহার আশ্চর্য জনক নিদর্শন প্রদর্শনের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, এখনও তদ্রূপই আছে। তবে কেন খোদার শক্তির জীবন্ত নিদর্শন অনুসন্ধান না করিয়া গল্পের উপর বিশ্বাস কর? যে ধর্ম পূর্ব কালের অলৌকিক কর্ম ও ভবিষ্যৎ বাণীগুলির গল্পগুচ্ছ, সে ধর্ম কিছুই নহে। যাহাদের মধ্যে খোদা নিজে প্রকাশিত হন না এবং খোদা কর্তৃক উৎপাদিত বিশ্বাসের স্থিরতার মাধ্যমে যাহারা পরিষ্কৃত হয় নাই, তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষ যেমন পাশবিক আনন্দ লাভার্থে তাহার দৈহিক রিপুর প্রতি আকর্ষিত হয়, সেইরূপ যখন সে এক বার স্বর্গীয় পরম সুখের স্বাদ পায় তখন সে একটি শক্তিশালী আকর্ষণের দ্বারা খোদার প্রতি আকর্ষিত হয়। তাঁহার সৌন্দর্য তাহাকে এমনই যাদু করে যে, তিনি ভিন্ন তাহার নিকট সবই তুচ্ছ। যে মানবের খোদা ও সুকর্মের তাঁহার জন্য পুরস্কার ও কুকর্মের জন্য তাঁহার শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে স্থির জ্ঞান জন্মে নাই, সে কোন দিনই পাপের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। স্থির প্রত্যয়ের অভাবই প্রত্যেকটি অহঙ্কার অহমিকার জন্ম হওয়ার মূল এবং যে ব্যক্তির খোদা সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী হইবে না। যদি গৃহের মালিক জানে যে গুরু বন্যা তাহার বাড়ীর উপর দিয়া দ্রুত বহিয়া যাইবে, অথবা যদি বাড়ীতে অগ্নি লাগিয়া সমস্ত বাড়ীই ভস্মীভূত হইয়া একটু মাত্র বাকী আছে, তবে সে তদবস্থায় বাড়ীতে অবস্থান করিতে পারে না। সুকর্মের জন্য পুরস্কার ও কুকর্মের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমার প্রতীতির স্থিরতা নাই বলিয়াই তুমি ছল কর। তাহা না হইলে তুমি যে ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছ, সে অবস্থায় কেমন করিয়া থাকিতে পার? তোমার চক্ষু উন্মুক্ত কর এবং পৃথিবীতে স্বর্গের আইন সমূহ যে ভাবে কার্য করিতেছে, তাহা বিবেচনা কর। ইঁদুর হইও না, যাহা অধঃদিকে গর্তমুখী গমন করে; বরং পারাবত হও, যাহা উর্ধ-গতি হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়।

'দৈনিক আল্‌-ফযল'—তারপর, 'আল-ফুরকান', 'মিস্‌বাহ', 'আন্‌সারুল্লাহ্‌', 'খালেদ', এবং 'তশ্‌হীযুল্‌-আযহান্‌'—রাবওয়ার এই মাসিক পত্রগুলি উর্দু পাঠকদের পরম আনন্দের সামগ্রী।

ইহুদীয়ত*

—হযরত ডাঃ মুফতী মুহাম্মদ সাদেক
(ডি-ডি, ডি-লিট, প্রভৃতি) রাযি আল্লাহু আন্‌হু

[সুরাহ্ ফাতেহায় মুসলমানগণকে দোয়া শিখান হইয়াছে, "আমাদিগকে সোজা পথে, তাঁহাদের পথে যাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন চালিত কর—যাঁহারা 'কোপগ্রস্ত হন নাই, বা পথ-ভ্রষ্টও হন নাই।" নবী করীম সাঃ আঃ ও সাল্লাম 'পথ-ভ্রষ্ট' অর্থে খ্রীষ্টান এবং 'কোপ-গ্রস্ত' দ্বারা ইহুদী-দিগকে বুঝায়, বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন, "লা-সলাতা ইল্লা-বিল্ ফাতেহাতিল্-কেতাব"— সুরাহ্ ফাতেহা পাঠ ব্যতীত কোন নামায হয় না। সুতরাং, মুসলমান অন্ততঃ ৪০ বার দিবারাত্রি দোয়া করেন ঃ

"হে 'মালিক-ই-ইয়াম্-উদ্দিন-দ্বীন'(বিচার সময়ের কর্তা), আমাদিগকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পথে চলা হইতে রক্ষা করিও।"

আমরা বিশ্বস্তভাবে বলিতে পারি, সহজ ও সরলভাবে লিখিত এই প্রবন্ধটিতে শিখিবার অনেক কিছু আছে।—সঃ আ ঃ]

প্রকৃত পক্ষে, ইহুদীদের ইতিহাস হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম হইতে আরম্ভ হয়। হযরত ইব্রাহীমরই দোয়ার ফলে বনি-ইস্রায়ীল ও বনি-ইস্মাইল এতখানি আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি লাভ করিয়া ছিল। ইস্রায়ীলগণের সর্বাপেক্ষা বড় গর্ব ইহাই ছিল এবং এখনও তাহারা এই গর্বই করে যে তাহাদেরই মধ্যে ঐ সকল আশীষের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইয়াছে, যে সকল প্রতিশ্রুতি খোদা-তা'লা হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামকে দিয়াছিলেন।

১৯০৫ সনে মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দিল্লী হইতে আসিবার পথে লুধিয়ানার বন্ধুগণের অনুরোধে দুই তিন দিনের জন্য সেখানে অবস্থান করেন। তখন কয়েক জন বন্ধু সহ আমি তথাকার এক জন ইংরাজ পাদ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য

* হযত মুফতী সাহেবের এই প্রবন্ধটি 'তাহ্রীক জদীদ' বিভাগের অনুরোধে লিখিত হয় এবং ১৯৪৪ সনের মার্চ মাসে উর্দু 'রিভিয়ু অব রিলিজন্স'-এ প্রকাশিত হয়।

মিশন কম্পাউণ্ডে গেলাম। পাদ্রী সাহেব বড়ই ভদ্রভাবে দেখা করিলেন। তাঁহার অনুমতি নিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ

"বাইবেল হইতে জানা যায় যে খোদা-তা'লা হযরত ইব্রাহীমকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ইস্‌মাইলের সন্তানগণের মধ্যে নবী ও বাদশাহ হইবেন এবং তেমনি ইস্‌হাকের সন্তান-দের মধ্যেও হইবেন। আমরা স্বীকার করি হযরত ইস্‌হাকের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে নবী ও বাদশাহ হইয়া ছিলেন এবং বহু আশীর্বাদ লাভ করেন। এখন আপনি বলুন, হযরত ইস্‌মাইলের সন্তানগণ সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা কখন ও কিরূপে পূর্ণ হইয়াছিল?"

প্রশ্ন শুনিয়া পাদ্রী সাহেব অস্থির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে বলিলেন ঃ

"অবশ্য, স্বীকার করিতে হয় যে ইস্‌মাইল সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা মুহাম্মদ সাহেবের মধ্যে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এখন বিশেষ কাজে আমাকে গীর্জায় যাইতে হইতেছে! এ জন্য ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বস্তুতঃ, হযরত ইব্রাহীমের দোয়া ও আশী-র্বাদের কল্যাণে ইহুদী জাতিও বহু উপকৃত হইয়াছিল। এই জন্য মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে ইহুদীদের উৎপত্তি হযরত ইব্রাহীম হইতেই হইয়াছে। কিন্তু 'ইহুদী' শব্দ ইয়াকুব নবীর পুত্র ইহুদা হইতে গৃহীত হইয়াছে। 'ইহুদা' ইব্রানী শব্দ। ইহার অর্থ 'প্রশংসিত'। ইহুদীদিগকে 'ইব্রানী' (Hebrews) ও বলা হয়।

আসলে এই নাম হযরত ইব্রাহীম প্রাপ্ত হন, যখন তিনি পিতৃ-ভূমি পার হইয়া কেনান আগমন করেন। এই কারণে তাঁহাকে 'ইব্রানী' (Hebrews) বলা হইত এবং তাঁহার সন্তান ও তাহাদের ভাষা ও 'ইব্রানী' বা হীব্রু নামে পরিচিত হয়।

ইহুদীদের এক নাম বনি-ইস্রায়ীল। কারণ তাহারা সকলেই ইস্রায়েলের সন্তান। ইস্রায়েল হযরত ইয়াকুবের এলহামী নাম। ইহার অর্থ 'খোদার পাহ্‌লোয়ান'। হীব্রু ভাষায় 'আল্লাহ্‌' স্থানে 'এল্‌' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহুদীদের উপা-সনালয়কে এখনও 'বয়ত-'এল্‌' বলা হয়। ইহার শাব্দিক অর্থ 'আল্লাহ্‌র ঘর'। ইউরো-পীয় ভাষা সমূহে ইহুদীদিগকে 'জিউ' (Jew) বলা হয়। এই "জু" শব্দ কাশ্মীরেও কোন কোন গোত্রের নামের সহিত ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ, বড় লোক ও সম্মানিত ব্যক্তিগণের নামের সহিত 'জু' শব্দ সম্মানার্থে যোগ করা হয়।

হযরত ইয়াকুব নবীর বার পুত্র ছিলেন। হযরত ইব্রাহীমের ন্যায় তাঁহারা কেনানে বাস করিতেন। ইঁহাদের চতুর্থ ছিলেন ইহুদা। ইহুদার সন্তানগণ পার্থিব রাজত্বের অধিকারী

ও প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া সমগ্র বনি-ইস্রায়েলকেই লোকে ইহুদী বলা আরম্ভ করে। আজিও তাহারা এই প্রকারেই খ্যাত। বাইবেলে আদিতে তাহাদিগকে সর্বত্রই 'বনি-ইস্রায়েল' বলা হইয়াছে। শেষে তাহাদিগকে 'ইহুদী'ও বলা হইয়াছে, যেমন নাকি ইস্রা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহাদিগকে 'ইহুদী' বলা হইয়াছে। হযরত ইয়াকুবের পুত্র হযরত ইউসুফ যখন মিসরে ফিরআউনের নিকট উচ্চ রাজ পদ লাভ এবং দুর্ভিক্ষের কারণে ইয়াকুব নবী ও তাঁহার সব পুত্রদের কেনান ছাড়িয়া মিসরে যাইয়া বাস করিতে হইয়াছিল, তখন কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত ইহুদীগণ ঐ দেশে কাফের বাদশাহের অধীনে ছিল। ঐ বাদশাহ্ তাহাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিল। তাহাদের দ্বারা মুজুরের কাজ লইত। অবশেষে, খোদা-তা'লা ঐ ইহুদীদের মধ্যে মুসা নামক এমক এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করেন। তিনি তাঁহার জাতিকে ফিরআউনের দাসত্ব মুক্ত করিয়া ইব্রাহীমের দেশে পুনরাণয়ন করেন। এখানে বিজাতির সহিত যুদ্ধের পর ইহুদীরা বিজয় লাভ করে এবং তাহাদের রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ইহুদী-দের মধ্যে নূতন নবী ও বাদশাহ্ জন্ম গ্রহণ করেন। অবশেষে তাহাদের পাপ কর্মের ফলে, তাহারা এই রাষ্ট্র হারায়। হযরত মসিহ্ নাসেরীর জন্ম কালে ইহুদী জাতি এবং তাহাদের দেশ কেনান ও ফেলিস্তীন সমস্তই রোমান সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল। তখন তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইহুদীরা এক 'মশীয়' (Messiah) প্রতীক্ষা করিতেছিল—তিনি জন্মগ্রহণ পূর্বক আবার তাহাদিগকে পরাধীনতার দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন করিবেন। এই প্রতিশ্রুতি আধ্যাত্মিকভাবে হযরত মসিহ্ নাসেরীর আগমনে পূর্ণ হইয়াছিল এবং রুহানী ও জাহেরী উভয় প্রকারে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আবির্ভাবে পূর্ণ হইল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিগুলির কল্যাণ তাঁহারাই লাভ করিলেন, যাঁহারা প্রতিশ্রুত নবীকে গ্রহণ করিলেন। বহু ইহুদীও তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যে সকল ইহুদী প্রথমে হযরত মসিহ্ নাসেরীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পরে হযরত খাতামুন্-নাবীয়ীনকেও অস্বীকার করিল, তাহারা সকলেই চির লাঞ্ছনা ও দুর্দশাগ্রস্ত হইল। এখনও সেইরূপই আছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় মানুষের সমান অধিকার মূলক বহু আইন পাশ হইয়াছে। বাহ্যিকভাবে ইহাই বলা হয় যে, তাহাদের দেশে খৃষ্টান ও ইহুদীর অধিকার সমান। সেখানেও, কার্যতঃ, ইহুদীগণ সর্ব প্রকারের লাঞ্ছানা ভোগ করে। ইহার তাজা নমুনা দেখাইয়াছেন হিটলার। হিটলার দেশ

হইতে সমস্ত ইহুদীকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করিয়াছেন এবং তাহাদের যাবতীয় অর্থ ও সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এখন বিশ্বে প্রায় দেড় কোটি ইহুদী আছে। প্রায় সব যায়গা-তেই তাহারা এক প্রকার লাঞ্ছিত অবস্থায় আছে এবং এই প্রকারেই জীবন যাপন করে।

ইহুদী ইতিহাসের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

খৃঃ পূর্ব	৫৮৬ সনঃ	বাবিলোনের বাদশাহ্ ইহুদীদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া যান।
" পূর্ব	৫৩৮ সনঃ	বাবিলোনের বন্দী দশা হইতে ইহুদীগণের মুক্তি এবং যিরূশালেমে প্রত্যাগন।
" "	৫৩৮ সন হইতে	ইহুদীগণ পারস্য সম্রাটের অধীন।
" "	৩৩৩ সন পর্যন্ত	
" "	৩৩২ সনঃ	ইহুদীগণ মহাদিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের কর্তৃত্বাধীনে।
" "	৩৩০ সনঃ	ইহুদীগণের উপর মিসরের রাজের আধিপত্য স্থাপন।
" "	৬৩ সনঃ	ইহুদীগণ রোমক শাসনাধীনে।

৭০ খৃঃ অব্দে টাইটাস যিরূশালেম ধ্বংস করেন এবং ইহুদীদিগকে নির্বাসন করেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

ইহুদীদের সর্বাপেক্ষা বড় ঐতিহাসিক ছিলেন যুসেফাস। খৃষ্টের জন্মের কিয়ৎপূর্বে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার রচিত 'ইহুদী ইতিবৃত্ত' অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

ইহুদী শরীয়ত

ইহুদীদের শরীয়ত 'দশ আজ্ঞার' উপর স্থাপিত।

সীনয় (তুর) পর্বতে হযরত মুসা আলাইহেস্ সালাম আল্লাহ্-তালা হইতে এই 'দশ আজ্ঞা' প্রাপ্ত হন। 'দশ আজ্ঞা' ইহুদীরা তাহাদের উপাসনালয়ের দরজার উপর লিখিয়া রাখে এবং গৃহেও লিখিয়া টানাইয়া রাখে। দশ আজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। খোদা ব্যতীত তুমি কাহারো উপাসনা করিবে না।

২। তুমি তোমার জন্য কোন প্রতিমা কিংবা কোন বস্তুর মূর্তি নির্মাণ করিবে না। তুমি উহাদের সম্মুখে প্রণিপাত করিবে না, এবং উহাদের উপাসনা করিবে না।

৩। তুমি নিস্প্রয়োজনে তোমার খোদা সদা প্রভুর নাম উচ্চারণ করিবে না।

৪। তুমি 'সবত' (বা বিশ্রাম) দিনের পবিত্রতা পালান করিবে। ছয় দিন তুমি পরিশ্রম পূর্বক তোমার কাজ-কর্ম করিবে। কিন্তু সপ্তম দিন তোমার খোদা সাদা প্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রাম দিন। সেই দিন কোন কাজ করিবে না।

৫। তুমি তোমার মাতাপিতার সম্মান করিবে, যাহাতে তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর।

৬। তুমি খুন করিবে না।

৭। তুমি ব্যভিচার করিবে না।

৮। তুমি চুরি করিবে না।

৯। তুমি তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

১০। তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী, দাস, দাসী, গরু, গর্দভ, কিংবা কোন জিনিষের প্রতি লোভ করিবে না।

এইগুলিই দশ আদেশ। এতদ্ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য আদেশাবলী মুসার পাঁচ পুস্তক এবং নবীগণর পুস্তকগুলিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

যিহোবা শব্দ

ইহুদীদের মধ্যে আল্লাহ্-তা'লার এক মহা নাম ('ইস্‌মে-আযম') 'যিহোবা' অতি সম্মানিত। বিশেষ স্নান, উপবাস ও উপসনা দ্বারা আপনাকে পবিত্র না করিয়া তাহারা এই নাম উচ্চারণ করে না। কিন্তু ইহাতে মতভেদ আছে। যদিও এই শব্দের উচ্চারণ যিহোবা বা 'য়াবিয়া' (এবং বাইবেলের সর্বত্র 'যিহোবা লিখিত আছে) তথাপি পড়িবার সময় 'আদুনাতি' পড়া হয়, অর্থাৎ আমার প্রভু। আরো একটি সাধারণ নাম 'উলূহেম' বহু বচনে আছে। ইহার অর্থ উপাস্য 'মাবুদ'। সম্মানার্থে ইহা বহু বচনে ব্যবহৃত হয়। এই ছাড়া সাধারণতঃ ইহুদীরা গোঁড়া একেশ্বরবাদী।

ভাষা

ইহুদীদের পবিত্র ভাষা হীব্রু। তাহাদের ধর্ম-গ্রন্থ এই ভাষাতেই লিখিত। এখন

পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা, ভারতবর্ষ, চীন যেখানেই অল্প-বিস্তর ইহুদী বসবাস করে, হীব্রু ভাষাতেই প্রর্থনা করে এবং এই ভাষাতেই তাহাদের ধর্ম পুস্তকগুলি লিখিত হয় এবং পাঠ করা হয়।

কালক্রমে প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণ, শব্দার্থ ও শব্দ গঠনে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। ৩০০ বৎসর পূর্বেকার পাঞ্জাবী ভাষা ও বর্তমান পাঞ্জাবী ভাষাতে কতকটা পার্থক্য আছে। ফলে আমরা পুরাতন পাঞ্জাবী ভাল মত বুঝিতে পারি না। তিন শত বৎসর পূর্বেকার ইংরাজী ইংরাজ আজ বুঝিতে পারে না। বাগদাদ্ মিসর ও মক্কার বর্তমান আরবী এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, শুধু পুস্তকের সাহায্যে যাঁহারা আরবী শিক্ষা করিয়াছেন এবং বর্তমান আরবী ভাষা ভাষী লোকের সহিত যাঁহাদের আলাপ আলোচনার সুযোগ হয় নাই, তাঁহারা তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিবেন না। সেই রূপ হীব্রু ভাষারও এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, ইহা কয়েক শতাব্দীর পর সম্পূর্ণ নূতন ভাষাতে যেন পরিণত হইয়াছে। এই নূতন ভাষা 'আরামায়িক', 'কলডিয়ান' এবং 'সিরিয়াক' বলিয়া অভিহিত হয়। এই ভাষাগুলি হীব্রু হইতে উদ্ভূত। ইহুদীরা এগুলি ব্যবহার করে কিন্তু তাহাদের পবিত্র (বা ধর্ম) ভাষা হীব্রুই রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সকল ইহুদী কয়েক শতাব্দী যাবত বাস করিতেছে, তাহারা তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহৃত 'ইদিশ' নামক এক নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। 'ইদিশ' হীব্রু অক্ষরে লিখা হয়। ইহার কোন কোন শব্দ ইউরোপের ভাষা গুলি হইতে গৃহীত এবং কোন কোন শব্দ হীব্রু। তারপর, প্রত্যেক দেশেরই ইদিশ ভিন্ন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইদিশে ইংরাজী শব্দ বাহুল্য আছে। রাশিয়ার ইদিশে বহু রাশিয়ান শব্দ পাওয়া যায়।

হীব্রু ভাষায় শুধু ৩২টি মাত্র অক্ষর। আরবীর আবজাদ প্রণালীতে ইহারা ডান দিক হইতে বাম দিকে লিখিত হয়। 'আবজাদ' 'হাওওয্' 'হুত্তি', 'কলেমান', 'সাফাস' 'কারশাৎ' নিয়া ইহারা গঠিত। 'শাখায' 'যাজাগ' অক্ষরগুলি হীব্রুতে নাই। সংখ্যাও এই অক্ষরগুলির দ্বারাই ব্যক্ত করা হয়। যথা 'ইসে' অর্থ এক, 'বা' অর্থ দুই। এই প্রকারে শেষ অক্ষর 'তা' ৪০০ চারি শত বুঝায়।

পর্ব দিন

ইহুদীদের প্রধান ধর্ম পর্বগুলি এই ঃ—

১। 'সবত' (বিশ্রাম দিবস সনিবার) এই দিন শুধু এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট। ব্যবসা বানিজ্য বা গৃহে আগুন জ্বালান এবং খাদ্য পাকও নিষিদ্ধ।

২। 'ফাতাহ্ ঈদ' এপ্রিল মাসে। খ্রীষ্টানগণ এখন ইহাকে ইষ্টার বলে। মিসরের দাসত্ব হইতে মুক্তির স্মৃতি স্বরূপ এই ঈদ পালন করা হয়।

৩। নূতন ফল পাকার ঈদ।

৪। প্রায়শ্চিত্ব ঈদ'। এই এবাদতের ফলে পূর্ববর্তী সাকুল্য পাপ মোচন হয়। ডিসম্বর মাসে ইহা পালন করা হয়।

৫। দ্বিতীয় ফসলের ঈদ। অক্টোবর মাসে।

৬। পরিয়ম ঈদ। ফেব্রুয়ারীর শেষে।

কোরআন শরীফে ইহুদীর কথা

কোরআন শরীফ প্রথমে আরবদের প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং আরবদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে। এজন্য স্বভাবতঃ পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে বনি-ইস্রায়েলের নবীগণের সম্বন্ধে কোরআন শরীফে অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। কারণ আরবেরা ছিল বনি-ইস্রায়েলদের ভ্রতৃ কুল বনি-ইসমাইল সম্প্রদায় ভুক্ত। আমি লণ্ডনে থাকা কালে এক বার রাস্তার উপর এক ফেলেস্তিনীয় ইহুদী আলেমের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার এসীয় পোষাক দেখিয়া মনে করিলেন যে, আমি তাঁহার স্বজাতীয় ও স্বধর্মীয়। দূর হইতে তিনি আমাকে হীব্রুতে বলিলেন, "হাতু য়্যাহুদা"—আপনি কি ইহুদী? আমি বলিলাম, "আনি ইশমুয়ীলু'—আমি ইসমায়িলীয়। তখন তিনি বলিলেন, "বনু আম্মেনা" —আমাদের চাচার সন্তান।

এই ঘনিষ্ট সম্পর্ক বশতঃ ইহুদীদের অবস্থা নিয়া কোরআন শরীফে অনেক আলোচনা আছে এবং ঐ সবগুলিই দৃষ্টান্ত স্বরূপ ও সতর্কতা জ্ঞাপক। কারণ মুসলমানগণের উপর ঐ প্রকার ঘটনা উপস্থিত হওয়ার ছিল, যাহা ইহুদীদের উপর বর্তিয়া ছিল। হযরত খাতামুন-নাবীয়ীন রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম হযরত মুসার 'মসিল' (বা অনুরূপ) ছিলেন এবং ইহুদীগণের মধ্যে যেমন এক জন মসিহ্ জন্ম গ্রহণ করিলে ইহুদীরা তাঁহাকে অস্বীকার করিবার ফলে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তেমনি মুসলমানদেরও এক জন মসিহ্ জন্ম গ্রহণ করিবার ছিলেন, যাঁহাকে অস্বীকার করায় তাঁহাদের জাতীয় লাঞ্ছনা ও দুর্গতি হওয়ার ছিল। এই জন্য ইহুদীদের ঘটনাবলী ব্যপকভাবে কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনি-

ইস্রায়েলরা নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহাদেরকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। মুসার কথা অমান্য করিয়াছিল। মসিহ্‌কে ক্রুশে দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। মুশ্‌রিকদের প্রতিমা পূজা আরম্ভ করিয়াছিল। 'সবত' (বিশ্রাম দিন) অমান্য করিয়াছিল। বিবি মরয়ামের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করিয়াছিল। তাহাদের সুদ খাওয়া, অন্যের হক নষ্ট করা, খোদা-তালা'র সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করা, ইহুদীদের হৃদয় কঠিন হওয়া, তাহাদের মধ্যে নবী ও বাদশাহ্ হওয়া, ফির-আউনের হস্ত হইতে ইহুদীগণের মুক্তি, তারপর অকৃতজ্ঞতা, তাহাদের মুনাফেকী ও কুফরি—এক কথায়, ইহুদী জাতির বিস্তৃত বিবরণ কোরআন শরীফে আছে। মুসলমানগণের জন্য তাহা পথ-প্রদর্শক।

ইহুদী মতবাদ ও ইস্‌লাম

দুইটি ধর্মই হযরত ইব্রহীমের (আঃ) সন্তানগণকে অর্পিতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের জন্মস্থান আরব ও ফেলিস্তীন সংলগ্ন দুইটি দেশ বলিয়া ইহাদের মধ্যে পারস্পারিক অনেক সামঞ্জস্য আছে। শরীয়তের বিধিগুলি অনেক বিষয়ে এক। ধর্ম বিশ্বাসগুলিতেও অনেক মিল আছে। সব চেয়ে বড় কথা, ইহুদীদের পবিত্র ধর্ম-পুস্তকগুলিতে ইসলামের সমর্থক অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এমন কি হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এবং তাঁহার কোন কোন খলিফার কথাও ঐ সকল পুস্তকে পাওয়া যায়।

বোম্বাই নগরে এক জন ইহুদী ছিলেন। তিনি হীব্রু ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলিতে হীব্রুর পরীক্ষক ছিলেন। বি-এ পরীক্ষার আমার একটি বিষয় হীব্রু ছিল। আমার পরীক্ষার কাগজ তাঁহার নিকট গিয়াছিল। তখন তাঁহার সহিত পরিচয় হয় এবং তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত পত্রালাপের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। আমি যখনি বোম্বাই গিয়াছি, তাঁহার সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ করিয়াছি। এক বার আমি তাঁহাকে তবলীগ করি। ইস্‌লাম গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করি। তিনি আমার কথাগুলি প্রফুল্ল মুখে শুনিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন: "আপনি আমাকে ইহুদী থাকিতে দিন। কারণ ইহাতেও ইস্‌লাম ধর্মের লাভ আছে এবং তাহা এই যে আমরা ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থ বহন করি। ইহাতে ইসলামের সত্যতার সমর্থন হয়। আমরা পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি মূল ভাষায় বংশাদিক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। যদি এই গ্রন্থগুলি আমাদের নিকট না থাকে এবং মুসলমান ইহাদিগকে ছাপিয়া প্রকাশ করেন, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির এখনকার ন্যায় সেই গুরুত্ব থাকিবে না। এ জন্য ইহুদী জাতির আলেমগণ পৃথিবীতে থাকা এবং এই প্রকারে ইসলামের সেবা করা আত্যাবশ্যক।"

ইসলাম আল্লাহ্‌র ধর্ম। ইস্‌লাম জারি

থাকার জন্য কোন ইহুদী আলেমের মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, এই সকল পবিত্র গ্রন্থাবলী কোন বিজাতির নিকট সংরক্ষিত থাকা এবং উহাদের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের বিবরণ আমাদের মুবাল্লেগ-গণের অনেক সাহায্য করে।

মহা প্রভেদ

ইহুদী মতবাদ ও ইস্‌লামের মধ্যে বড় পার্থক্য এই যে, ইহুদী ধর্ম একটি জাতির মাত্র ধর্ম ছিল এবং ইস্‌লাম বিশ্ব-জনীন ধর্ম। যদিও অন্যান্য জাতিকেও ইহুদীরা এভাবে তাহাদের মধ্যে ভুক্ত করিয়া নিয়াছে যে তাহাদের দেশে যে সকল দরিদ্র ও দুর্বল লোক বাস করিত ক্রমে ক্রমে তাহারা অজা-নিতভাবে ইহুদীদের মধ্যে লীন হইয়াছে, তথাপি আজ কাল খৃষ্টান এবং মুসলমানগণ যেমন তাহাদের প্রচারকগণকে বিদেশে এবং নানা জাতির মধ্যে পাঠাইয়া তাহাদিগকে তাহাদের ধর্মে আনার চেষ্টা করে, ইহুদীগণ কখনো এরূপ করে নাই। তাহাদের রাষ্ট্র যিরূসালেমের পতনের পর যখন তাহারা বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তখন হইতে তাহারা ইহাই যথেষ্ট মনে করিতে লাগিল যে কোন উপায়ে পৃথিবীতে তাহাদের অস্তিত্ব কায়েম থাকে।

ইহুদীদের পবিত্র ধর্মীয় ভাষা হীব্রু একটি মৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এই ভাষায় কোথাও কেহ কথা বলে না। 'জিউন আন্দোলনের' পর হইতে এখন চেষ্টা করা হইতেছে যাহাতে ফেলিস্তীনে যে সকল ইহুদী নূতন আবাদ হইয়াছে, সেখানে হীব্রু ভাষায় কথা বলিবে।

ইহুদীদের ধর্ম গ্রন্থীয় ভবিষ্যদ্বাণী

ইহুদীদের পবিত্র কেতাবগুলিতে হযরত রসুল করীম মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম, হযরত মসিহ্ মাউওদ আলাই-হেস্ সালাম এবং তাঁহার কোন কোন খলিফার সম্বন্ধেও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। হযরত খাতামুন্-নাবীয়ীনের নাম 'মুহাম্মদ' 'পুরাতন নিয়ম' 'পরমগীত' ষষ্ঠ অধ্যায়, নবম পদে লিখিত আছে। ইহা এবং আরো কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য নিম্ন প্রদত্ত বরাতগুলি পাঠ করিলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-গণের প্রভূত উপকার হইবে।

১। ইশমায়েলের জন্য অব্রামের প্রার্থনা। (আদি পুস্তক, ১৭ : ২০ ; ১৬ : ১১ ; ১৩ : ১৮)

শেষোক্ত বরাতে মিসর ও ফুরাতের মধ্যবর্তী আরব দেশের বিবরণ আছে এবং 'আদি পুস্তক' ১৭ : ৮ পদে বর্ণিত আছে যে, 'কানান' দেশ আল্লাহ্-তা'লার মনোনীত ব্যক্তিগণের অধিকার-ভুক্ত থাকিবে। বস্তুতঃ, চৌদ্দ শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ তথায় রাজত্ব করেন।

২। 'দ্বিতীয় বিবরণ,' ১৮ঃ ১৭-২২ পদে মুসার 'মসিল' (অনুরূপ নবী) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সালাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

৩। 'দ্বিতীয় বিবরণ', ৩৩ঃ ২ পদে খোদা-তা'লা 'পারন পর্বতে তাঁহার জ্যোতির্বিকাশ' (Shined forth) করার বিষয় লিখিত আছে। ইহা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও লাল্লামের আগমনে প্রকাশিত হয়।

৪। 'আরব সম্বন্ধে এলহামী বাক্যাবলী', যিশাইয়, ২১ ঃ ১৩-১৭ পদ।

৫। 'যিশাইয়' ৪২ অধ্যায়ে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের আবির্ভাব সম্বন্ধে চৌদ্দটি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

৬। 'পরমগীত' ৬ঃ৯ পদে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের নাম "মুহাম্মদীয়াম" লিখিত আছে। হীব্রু ভাষায় 'ইয়াম' বহু বচন প্রকাশক। সম্মানানার্থে 'মুহাম্মদ' শব্দের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

৭। দানিয়েল নবীর কেতাবে নবুখদ্‌নিৎসর রাজার স্বপ্নে ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান।

৮। 'গীত সংহিতা', ১১৮ঃ ২২ পদে 'হাজরে অস্‌ওয়াদ' (কাল পাথর') সংক্রান্ত ভবিদ্বাণী করা হইয়াছে।

৯। 'হবক্‌কূক' ৩ঃ৩ পদে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নাম 'আহ্‌মদ' বর্ণিত হইয়াছে।

১০। হগয় নবীর কেতাবের ২ঃ৩ পদে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের আবির্ভাবের কথা আছে।

১১। 'যিশাইয়' ৪১ অধ্যায়ে লিখিত আছেঃ "কে সাদেককে প্রাচ্য হইতে প্রেরণ করিয়াছেন ?" (হীব্রু বাইবেল হইতে হযরত মুফতি সাহেবের অনুবাদ – সঃ আঃ) ইহা হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম সম্বন্ধে ভবিষ্যাদ্বাণী।

১২। দানিয়েল ১২ অধ্যায়ের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত খাতামুন্ নাবীয়ীন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম, হযরত মসিহ্ মাওউদ এবং খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী তিন জনেরই কথা বর্ণিত হইয়াছে।

তালমুদের ভবিষ্যদ্বাণী

'তালমুদ' ইহুদীদের হাদিসের কেতাব। ইহাতে মুসলমানগণের হাদিসের কেতাবগুলির ন্যায় শুধু ঐ সকল কথাই লিখিত নহে, যাহা হযরত মুসা (আঃ) বলিয়াছিলেন। বরং মুসার পরবর্তী নবীগণের ও অন্যান্য বুজুর্গগণের বাক্য এবং অবস্থাও লিখিত আছে। ইহুদীদের হাদিসের কেতাবগুলি এক সীমা পর্যন্ত শিয়া সম্প্রদায়ের হাদিসের কেতাবগুলির ধরণে লিখিত। 'আহ্‌লে সুন্নতুল জমাতের' হাদিসের কেতাবগুলিতে যেমন রসুলে পাক

খাতামুন্-নাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ওসাল্লামের বাক্যাবলী লিখিত হইয়াছে, ইহুদীগণের হাদিস গ্রন্থ তালমুদে তদ্রূপ সতর্কতা অবলম্বিত হয় নাই।

তালমুদে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশেষতঃ হযরত মসিহ্‌র প্রথম ও দ্বিতীয় আগমণের লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। তালমুদের হাদিসগুলি হইতে জানা যায় যে, হযরত মসিহ্ তাঁহার প্রথম আগমনে তেমন কৃতকার্যতা লাভ করিবেন না, বিবাহ করিবেন না এবং তাঁহার তবলীগ তাঁহার দেশ ও জাতির মধ্যেই অধিকতর সীমাবদ্ধ থাকিবে।

কিন্তু পুনরাগমনে প্রতিশ্রুত মসিহ্ বহু জয়যুক্ত হইবেন। তাঁহার তবলীগ সমস্ত দেশ ও জাতির মধ্যে প্রসারিত হইবে। তিনি বিবাহ করিবেন। তাঁহার সন্তান হইবে। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র স্থলাভিষিক্ত হইবেন। [১৯৩৮ খৃঃ লণ্ডনে মুদ্রিত Reverend Joseph Barclay অনুদিত ইংরাজীতে 'তালমুদ' দ্রষ্টব্য]

শুধু অনুবাদের ক্ষতি

ইহা শুধু কোরআন শরীফেরই একটি মুজেযা যে, ইহা আমূল সেইরূপই সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান যেমন রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ালিহী ওসাল্লামের উপর নাযেল হওয়ার সময় ছিল। যে সকল মুসলমান ইহাই অনুবাদ করিয়াছেন, মূল-কে সঙ্গেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কারণ, অনুবাদ তো অনুবাদকের ভাব মাত্র। তাহা শুদ্ধও হইতে পারে, অশুদ্ধও হইতে পারে। মূল তৌরত হীব্রুতে ছিল। কোরআন শরীফ আরবী ভাষায় বিদ্যমান। মূল ইঞ্জীল কোথাও নাই। ইহাও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না যে, মূল ইঞ্জীল কোন ভাষায় ছিল কেহ বলে হীব্রুতে ছিল, কেহ বলে গ্রীক ভাষায় ছিল। এ জন্য অনুবাদ সঠিক কি ভ্রান্ত, সে বিষয়ে এখন কিছু বলা যায় না। পৃথিবীতে যত ইঞ্জীল প্রচার হইতেছে, তাহা 'কালামে ইলাহী' বা ঐশীবাণীর প্রচার নহে। অবশ্য, কোরআন শরীফের দ্বারা খাঁটি ঐশী-বাণীর প্রচার চলিতেছে। আরবী ভাষায় ইহা যেমন নাযেল হইয়াছিল, তেমনি আছে।

তৌরাত সম্বন্ধেও ইহুদীদের মধ্যে জনশ্রুতি এই যে, এক বার সমগ্র তৌরাত বিলুপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর, কোন এক জন নবী তাঁহার স্মৃতি হইতে এলহামীভাবে লিপিবদ্ধ করেন। মূল তৌরাত দেখিলে এখনও উহাতে 'মুহাম্মদ' শব্দ পাওয়া যায়।

উপাখ্যান

আমেরিকায় এক সাহেব কখন কখন আমার বক্তৃতা শুনিতেন এবং ভাল ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি হীব্রু ভাষার এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। এক বার তিনি আসিয়া বলিলেনঃ "আজ আমি হীব্রু তৌরাতে

পড়িয়াছি, 'সাদেককে প্রাচ্য হইতে কে প্রেরণ করিয়াছেন'? ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সাদেক প্রাচ্য ইহাতে প্রতীচীতে ইস্‌লাম প্রচার করিতে আসিবেন।"

আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে 'সাদেক' অর্থ প্রতিশ্রুত মসিহ। আমি নিজে যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী যিশাইয় (Isaiah) নবীর কেতাবে পাঠ করিয়াছিলেন, তখন আমি ইহা হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম। হযরত সাহেব তাঁহার এক কেতাবে ইহা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই 'সাদেক' বা সত্য মসিহ মাওউদের পক্ষ হইতে যে ব্যক্তি প্রচারার্থে আমেরিকায় সর্ব প্রথম প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহার নামও 'সাদেক'।

যাহা হউক, ইহার ফলে ঐ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। যদি তিনি মূল হীব্রু পুস্তক পাঠ না করিতেন এবং শুধু অনুবাদ পাঠ করিতেন, তবে তিনি এই সৌভাগ্য কখনও লাভ করিতেন না।

বর্তমান ইহুদী

বর্তমান সময়ে (১৯৪৪ সনে যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়—সঃ আঃ) বিশ্বে ইহুদী লোক সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। অধিকাংশ ইহুদী ইউরোপ ও আমেরিকায় বাস করে। পৃথিবীতে ইহুদীদের কোন রাষ্ট্র নাই। ১৯১৪-১৮ সনের প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরাজেরা ইংলণ্ডে ইহুদীদের যুদ্ধ সেবার প্রতিদান স্বরূপ প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফেলিস্তীনে অনেকগুলি নূতন বশতি ইহুদীদিগকে আবাদ করিবার জন্য দান করেন। কিন্তু তাহাদের উপর ইংরাজদের কর্তৃক ফেলিস্তীনের অন্যান্য মুসলমান ও খৃষ্টান নাগরিকদের উপর কর্তৃত্বেরই ন্যায়। যদিও ইহুদীদের কোন প্রকৃত রাষ্ট্র পৃথিবীর কোথাও নাই,* তথাপি ঐসকল দেশের ইহুদীরা তাহাদের মিতব্যয়িতা, পরিশ্রম, ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফলে প্রত্যেক দেশের উপরই এক প্রকার অর্থ-নৈতিক প্রধান্য রাখে। ইহার ফলে, অন্যান্য

---

* দুঃখের বিষয়, ১৯৩৯—১৯৪৫ সনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফেলিস্তীনে ইং-মার্কিন গড়া বর্তমান 'ইস্রায়ল রাষ্ট্রের' হস্তে মিসর সহ সমগ্র আরব রাষ্ট্রগুলি মহা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, যদিও কোরআন শরীফে আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন যে ইহুদীদের উপর খৃষ্টান ও মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত প্রবল থাকিবে। (৩ : ৫৬) ইহার কারণ মুসলমানদের ভালরূপে খুজিয়া বাহির করিতে হইবে। খোদার বাক্য তো সত্য। এ দিকে হযরত মুফতি সাহেবও ১৯৪৪ সনে লিখিত এই প্রবন্ধটিতে ইস্রায়েলকে রাষ্ট্র বলিয়া উল্লেখ করেন নাই এবং ইরাণ ব্যতীত কোন মুসলমান রাষ্ট্রই ইস্রায়েলকে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করেন না। —সঃ আঃ

জাতি তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে এবং তাহাদের কথাও পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রথচাইলড, ডজরায়েল প্রভৃতি এবং ইউরোপে ডাঃ হরজ, হস, স্পিনোজা, ওল্ডেনবার্গ, বার্গসো, আইনষ্টিন প্রভৃতি বহু প্রভাবশালী ইহুদী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনীতিতে তাঁহাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তাঁহাদের শক্তির গোড়ায় ছিল তাঁহাদের অর্থ নৈতিক প্রধান্য।

ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহুদীরা অনেকটা হিন্দুস্তানের বানিয়া ও সাহুকার ন্যায়। বানিয়া ও সাহুকারেরা এ দেশে তাহাদের অর্থাধিক্য বশতঃ অন্য জাতিদের আর্থিক প্রয়োজনে উহাদিগকে বশ পূর্বক রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া নেয়।*** ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহুদীদের অবস্থাও ইহারই অনুরূপ। কিন্তু ইহুদীদের সমবেত চেষ্টা ইহাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তাহাদের গোপন সোসাইটিগুলি দ্বারা তাহারা দেশের রাজনীতিতে অতি বড় অংশ গ্রহণ করে। অজানিতভাবে তাহাদের আর্থিক প্রভাব তাহাদের জাতিকে সব প্রকারে লাভবান করে। সাধারণতঃ, ইউরোপ, আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহুদীদের অর্থশক্তি ও তাহাদের গোপন ষড়যন্ত্রকে ভয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো মতে ইউরোপে যত যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিপ্লবের সৃষ্টি হয়, সবগুলিরই পিছনে ইহুদীদের হাত ছিল এবং ইহুদীদের গোপন রাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

ধর্মের দিক দিয়া বর্তমান ইহুদী নাস্তিকাতার অনেকটা অনুরক্ত। ইহার কারণ তাহাদের ধর্ম গ্রন্থের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহারা বাদশাহ হইবে ও পৃথিবীময় ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া যে মসিহের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। ফলে স্বভাবতঃ এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, ঐ সকল গ্রন্থ নির্ভর যোগ্য নয়। কারণ যাহা বলা হইয়াছিল, সবই মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে। এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, মুসলমানগণের মধ্যেও এই প্রকার নাস্তিকতাই বিস্তার লাভ করিতে পারে। কারণ যে মসিহ্ ও মা্হদী আসিবার ছিলেন, তিনি তো আসিয়াছেন। তাহারা যাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, তিনি কখনো আসিবেন না। সুতরাং, এই সকল মুসলমানও

ইহুদীদের ন্যায় এই ধারণার বশবর্তী হইবে যে, পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হইয়াছে। এ জন্য এই সকল কেতাব পবিত্র নয়, ইহাদের এলহামও খোদা করেন নাই।

●

নফল রোযা ও দোয়া

প্রতি মাসে শেষ বৃহস্পতিবার ও সোমবার

হযরত আমীরুল্-মুমেনীনের স্বাস্থ্য লাভ, জমাতের হেফাজত ও তরক্কীর জন্য প্রত্যেক সমর্থ আহ্‌মদীকে প্রতি মাসে অন্ততঃ শেষ বৃহস্পতিবার ও সোমবার রোযা রাখিয়া ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

মৌলবী সলিমুল্লাহ্ সাহেবের স্বাস্থ্য

মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব আহ্‌মদীপাড়া ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া হইতে সংবাদ দিতেছেন যে, 'দিহাতী সদর মুরব্বী' মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেব বাত ও জ্বরে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বন্ধুগণকে 'সালাম' জানাইয়াছেন এবং দোয়ার অনুরোধ করিতেছেন। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাকে শীঘ্র আরোগ্য দান করুণ। আমীন!

শোক সংবাদ

এ, সালাম সাহেব মাহমুদনগর (রাজশাহী) হইতে সংবাদ দিতেছেন যে, তত্রত্য মৌঃ জমিরুদ্দীন সাহেবের পিতা জহিরুদ্দীন সাহেব ২৬।৮।৬২ তাং ইন্তেকাল করিয়াছেন।

انا لله و انا اليه راجعون

তাঁহার মগফেরতের জন্য দোয়ার আবেদন করা হইয়াছে। সংবাদটি দেরীতে প্রকাশিত হইল বলিয়া আমরা দুঃখিত। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার মগফেরাত করুন। আমীন!

●

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে। 'মে' হইতে 'আহ্‌মদীর' নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ পরিষ্কার হস্তাক্ষর বা টাইপ করিয়া পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবে না। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ	" "	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar